হ্যালুসিনেশন

জামিল হাসান সুজন

রাত আরও গভীর হয়। ঘড়ির দিকে তাকায় সাইফুদ্দিন মিয়া - দু'টা পাঁচ। চারদিকে রাতের নিঃশব্দ প্রকৃতি। অনতিদূরের পদ্মা নদীর উপর থেকে মৃদু হাওয়া বয়ে আসছে। একটু তন্দ্রার মত হয়। পকেট হাতড়ে সিগারেট খোঁজে সাইফুদ্দিন। 'সাইফুদ্দিন ভাই, সিগারেট লাগবে?' চমকে উঠে সাইফুদ্দিন। কে ডাকে? গেটের বাইরের অন্ধকারে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। নিশ্চয় কোন দুষ্ট ছেলে হবে। নাহ্ এদের জ্বালায় চাকরিটা থাকবেনা দেখছি। প্রাচীর টপকে বাইরে যাবে-আর যত সব অনাসৃষ্টি কান্ড করে বেড়াবে। গেট দিয়ে ঢোকার জন্য সিগারেট, চা খাওয়ার পয়সা এই সব ঘুষ দিবে। গলা খাঁকারি দেয় সে - কে ডাকে?
'আমরা সাইফুদ্দিন ভাই।'
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দু'টো ছেলে। কালো কুচকুচে গায়ের রং অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আছে। চোখ জোড়া জ্বল জ্বল করছে। সাদা ফকফকে দাঁত বের করা। হাসছে।
সাইফুদ্দিন ভাল করে ঠাহর করার চেষ্টা করে। মনে পড়েছে- এরা দু'জন যমজ ভাই। ভীষণ দুষ্টু। সারা ক্যাডেট কলেজ মাতিয়ে রাখে। কিন্তু- - এরাতো- -। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে অসীম সাহসী বলে খ্যাত পনের বছরের পুরনো নাইট গার্ড সাইফুদ্দিন মিয়ার। এরা দুই ভাই মারা গেছে তো সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে- ৭১ সালে। দু'ভাই আরও কাছে এগিয়ে আসে। একসঙ্গে বলে উঠে, 'সাইফুদ্দিন ভাই, আপনার জন্য সিগারেট এনেছি- প্লিজ, ঢুকতে দিন।' জ্ঞান হারায় সাইফুদ্দিন মিয়া।

সমস্ত ক্যাডেট কলেজে রটে যায় ব্যাপারটা। সব জায়গাতে একই আলোচনা চলতে থাকে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। রাত্রিকালীন প্রহরায় ক্যাডেট কলেজের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়ানো মুরাদ হোসেনের কাজ। সে পুরো বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেয় 'যত সব আজগুবি কথা, আজ দশ বছর ধরে নাইট ডিউটি করছি, একদিনও ভুতের ভু-ও দেখিনি। তবে জ্বীন আছে , এটা বিশ্বাস করি, কিন্তু ওরা যার তার সামনে হাজির হয় না। সাইফুদ্দিন ভাই বুড়া মানুষ, ভয়ে কি দেখেছে কে জানে।'

পদার্থবিদ্যার ক্লাশে প্রবেশ করেন গম্ভীর প্রকৃতির বিমল বাবু। বলেন, 'ছেলেরা, তোমরা অহেতুক একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করছো। আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, ওসব বিশ্বাস করবো কেন? একজন ছেলে সাহস করে বলে, 'স্যর, তাহলে সাইফুদ্দিন ভাই কি দেখেছে?' বিমল বাবু জবাব দেন, 'পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যালুসিনেশন- এক ধরণের ঘোর, সাইকোলজিতে এর ব্যাখ্যা আছে। ভূত-প্রেত ওসব কিছু সত্য নয়।' একটু থেমে আবার বলেন, 'ছেলে দু'টো সম্বন্ধে তোমরা কি কেউ কিছু জানো?' কেউ কোন কথা বলেনা। আবার শুরু করেন বিমল বাবু। 'ভয়ানক চঞ্চল আর দুর্দান্ত সাহসী ছিল ওরা দুই

যমজ ভাই। একই রকম দেখতে, মিশমিশে কালো গায়ের রং- স্বাস্থ্যবান। কলেজে যত রকম দুষ্টুমি হত তাদের শিরোমণি ছিল ওরা দু'জন। প্রতিদিনই কোন না কোন পানিশমেন্ট পেত ওরা। দু'জনেই ছিল বন্ধুর মত। সব সময় একসঙ্গে থাকতো। - - - তোমরা তো জানো আমি সকালের দিকে মর্ণিং ওয়ার্ক আর সামান্য জগিং করি, অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস। একবার ওরা করলো কি জানো, আমি জগিং করছি এক ভোরবেলা- ওরা দু'জনে হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমার সঙ্গে দৌড়াতে লাগলো, বললো-স্যর, আমরাও আপনার সঙ্গে আছি। খুব বিরক্ত হয়েছিলাম ওদের উপর। কেমন অশোভন ব্যাপার, তাই না?'

কিছু সময় থেমে দম নেন বিমল বাবু। তারপর আবার শুরু করেন- ৭১' সালে সামার ভ্যাকেশনে বাড়ি গেল ওরা। সেই যাওয়া ছিল ওদের শেষ যাওয়া। আর ফেরেনি কলেজের মাটিতে। পরে শুনেছিলাম - যাক্ সেসব।'

জনৈক ছেলে উঠে দাঁড়ায়- প্লিজ বলুন স্যর, কিভাবে ওরা মারা গেল, আমরা শুনতে চাই।

বিমল বাবু বলেন, 'শুনবে? বেশ তাহলে শোন -। এক বিকেলে ওরা ওদের বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাড়ির সামনে দিয়ে মিলিটারীদের লরি যাচ্ছিল। হঠাৎ ওদের কি মনে হল - দু'জনে মিলে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে লরি লক্ষ্য করে। অতিরিক্ত সাহস ছিল ওদের। তারপর গাড়ি থামিয়ে মিলিটারীরা ধরে নিয়ে গেল ওদের। দু'ভাইকে গাড়ীর পেছনে বেঁধে গাড়ী ছুটিয়ে দিল। পরে দুই ভাইয়ের থেঁতলানো মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।'

বিমল বাবুর মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে যায়। শীতল কণ্ঠে বলেন, ' ক্যান ইউ ইমাজিন মাই বয়েজ? মানুষ কি পরিমাণ নিষ্ঠুর হলে এমন কাজ করে। দু'জন কিশোর- অল্প বয়স্ক দু'জন মানুষের প্রতি ওদের আচরণটা দেখ।' বিমল বাবুর কণ্ঠে কান্না জড়িয়ে গেল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দীর্ঘ সময় চেয়ারে বসে রইলেন। এক সময় বললেন,' আজকে আর পড়াবো না, আজ আমি চলি।'

কর্তব্যপরায়ণ, দৃঢ় ব্যক্তিত্বের বিমল বাবুর এই আবেগপ্রবণতায় সবাই অবাক হয়ে যায়।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। মুরাদ হোসেন টর্চ হাতে কলেজ ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গভীর রাত এখন। স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে সে শীস দিয়ে গানের সুর তুলছে। হাঁটতে হাঁটতে কলেজ সীমানার দেওয়ালের দিকে চলে আসে। এই জায়গাটায় সারি সারি নারকেল গাছ আর ঝোপঝাড়। দূরের নিয়ন বাতির আলো এখানে এসে পড়েছে এবং এক অদ্ভুত আলো-আঁধারীর সৃষ্টি করেছে।

খস্ খস্ শব্দে সামান্য থমকায় মুরাদ হোসেন। ধপ্ করে একটা শব্দ হয়। মনে হয় গাছ থেকে কিছু পড়লো। মুরাদ হোসেনের চোখ ও কান সজাগ হয়ে উঠে। কলেজের দুষ্ট ছেলেরা প্রায়ই রাতের বেলা ডাব, নারকেল চুরি করে খায়। ঠিক তাই হবে। পা টিপে টিপে সামনে এগোয় সে। টর্চের আলো ফেলে নারকেল গাছের উপরে। একটা একটা করে গাছ অনুসন্ধান করে। তারপর এক জায়গায় এসে আলো স্থির করে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। একটা ছেলে ডাব পাড়তে মহা ব্যস্ত। একটা ডাব নীচে ফেলে সে। কে যেন খপ্ করে ধরে নেয় সেটা। টর্চের আলো নীচের দিকে নামে। আরও একটি ছেলে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে উঠে মুরাদ হোসেন, 'কে- কে ওখানে?' দু'জন ছেলে এক সঙ্গে

তাকায় মুরাদ হোসেনের দিকে। কালো বেঁটে খাটো একটি ছেলে গাছের উপরে। হুবহু একই রকম আর একটি ছেলে নীচে দাঁড়িয়ে। দু'জনেই মুরাদ হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসছে। অন্ধকারে ওদের সাদা ফকফকে দাঁতগুলো ঝক্ ঝক্ করছে। চোখের চাহনী তীব্র। হাত থেকে টর্চ পড়ে যায়, পা দু'টো অস্বাভাবিক কাঁপতে থাকে মুরাদ হোসেনের। ছেলে দু'টো এক সঙ্গে বলে উঠে,'মুরাদ ভাই, ডাব খাবেন? আসেন আসেন। কাউকে বলবেন না যেন খবরদার।'
পরদিন সকালে একটা ঝোপের মধ্যে মুরাদ হোসেনকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ক্যাডেট কলেজে আবারও আলোড়ন। শিক্ষকগণ একটা মিটিং করলেন। মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো- এই বিষয়টি নিয়ে কেউ কোন গল্প বা আলোচনা করবেনা। যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই গল্পটিকে বাতিল ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হলো।

পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক বিমল বাবু প্রতিদিনের মত ভোরবেলা জগিং করছিলেন। আজ আকাশ মেঘাবৃত। অন্ধকার এখনও হালকা হয়নি। ইঁট বিছানো রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছেন তিনি। বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিকে এগুচ্ছেন । ওখানে হালকা কিছু ব্যায়াম করে তারপর ফিরবেন। হঠাৎ মনে হলো তার পেছনে পদ শব্দ। কারা যেন তারই মত দৌড়াচ্ছে। হবে হয়তো কেউ। পদশব্দ একেবারে তার কাছাকাছি চলে আসে। তার দু'পাশে দু'জন ছেলে দৌড়াচ্ছে। ছেলেগুলো তো ভারী বেয়াদপ, ভাবলেন তিনি। দৌড়ের গতি কমে এল। তাকালেন ওদের দিকে। হাত, পা, সারা শরীর অবশ হয়ে এল বিমল বাবুর। সেই ছেলে দু'টো। কালো, বেঁটে খাটো, যমজ ভাই। শিক্ষকের দিকে চোখ পড়তেই দু'জনে হাসছে - সাদা ফকফকে দাঁতগুলো অন্ধকারে ঝকঝক করছে। ' হ্যালুসিনেশন, হ্যালুসিনেশন' বিড় বিড় করলেন বিমল বাবু। ওরা এক সঙ্গে বলে উঠলো,'স্যর, আমরাও আপনার সঙ্গে আছি।' বিমল বাবু মুর্ছা যাবার পূর্ব মুহূর্তে আবারও বিড়বিড় করলেন, হ্যালুসিনেশন- - - হ্যালুসিনেশন।

পুনশ্চঃ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের কাছ থেকে গল্পটি শুনি। সে এটাকে সত্য ঘটনা বলে দাবী করে। গল্পে ব্যবহৃত নামগুলো কাল্পনিক।